বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

কুরবানীর মাসআলা মাসায়েল

কুরবানীর ক্ষেত্রে কতিপয় বিধান:

১. কার উপর কুরবানী ওয়াজিব:

প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, যে ১০ যিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, অলঙ্কার, বসবাস ও খোরাকির প্রয়োজন আসে না এমন জমি, প্রয়োজন অতিরিক্ত বাড়ি, ব্যবসায়িক পণ্য ও অপ্রয়োজনীয় সকল আসবাবপত্র কুরবানীর নেসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য।

কুরবানীর নেসাব পুরো বছর থাকা জরুরি নয়; বরং কুরবানীর তিন দিনের মধ্যে যে কোনো দিন থাকলেই কুরবানী ওয়াজিব হবে।(বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১২)

২.কুরবানীর পশু যেমন হবে:

সুস্থ -সবল ও মোটা তাজা পশু কুরবানী করতে হবে।

বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত,রাসুল (সা:) বলেছেন,চার ধরনের পশু কুরবানী জায়েজ হবে না।অন্ধ,রোগাক্রান্ত, পঙ্গু,যার অন্ধত্ব, রোগাক্রান্ত,পঙ্গুত্ব স্পষ্ট এবং আহত,যার কোন অংগ ভেঙ্গে গেছে।(তিরমিজি ১৫৪৬,নাসাঈ ৪৩৭১)

৩. কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট পশু:

উট,দুম্বা,ভেড়া, ছাগল,গরু,মহিষ।এসব পশু ছাড়া অন্য কোন পশু কুরবানী জায়েজ হবে না।(ফাতাওয়া কাযীখান)

৪.অংশীদার: গরু,মহিষ,উটে সাতজন অংশীদার হতে পারবে।(সহিহ মুসলিম: ১৩১৮)

উট,গরু,মহিষে সাত জনের কম অংশীদার হতে পারবে। যেমনঃদুই, চার বা তার কমবেশি অংশও কেউ নিতে পারে।

তবে শর্ত হচ্ছে-কেউ এক সপ্তাংশের কম অংশীদার হতে পারবে না।(সহীহ মুসলিম ১৩১৮)

৫. কুরবানীর পশুর বয়স:

দুম্বা,ভেড়া,ছাগল পুর্ণ এক বছর হলে তার কুরবানী হবে।তবে দুস্কর হলে ৬ মাসের পশু দিয়েও করতে পারবে।

(সহীহ মুসলিম ১৯৬৩)

৬. জন্মগত খুঁত থাকলে:

যে পশুর শিং জন্ম থেকে ওঠেনি অথবা ওঠার পর কিছু অংশ ভেঙ্গে গেছে তাহলে তার কুরবানী করা জায়েজ হবে।কিন্তু শিং যদি গোড়া থেকে ভেঙ্গে যায় তাহলে জায়েজ হবে না।(সুনানে আবু দাউদ ৩৮৮,তিরমিজি ২৭৬)

৭. কুরবানীর দিন ও সময়ঃ

মোট তিনদিন কুরবানী করা যায়। যিলহজ্বের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে সম্ভব হলে যিলহজ্বের ১০ তারিখেই কুরবানী করা উত্তম। (মুয়াত্তা মালেক: ১৮৮)

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা) বলেছেন,যে ঈদের সালাতের পর কুরবানীর পশু যবেহ করল তার কুরবানী পরিপুর্ণ হলো ও সে মুসলমানদের আদর্শ সঠিকভাবে পালন করল।(সহীহ বুখারী ৫৫৪৫,মুসলিম ১৯৬১)

অন্যত্রে এসেছে, যে ব্যক্তি ইদের সালাতের পুর্বে যে কুরবানীর পশু যবেহ করল সে তার পরিবারের জন্য শুধু গোশতের ব্যবস্থা করল।কুরবানীর কিছু আদায় হলো না।(সহীহ বুখারী: ৯৬৫)

৮. নিজের কুরবানী নিজ হাতে যবেহ করা ভালো।

কোন কারণে নিজে করতে না পারলে পশুর কাছে হাজির থাকা দরকার।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত,আল্লাহর রাসুল (সা) নিজ হাতে দুটি সাদা কালো রংয়ের দুম্বা কুরবানী করেছেন।তিনি বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবর বলেছে এবং পা দিয়ে দুটি কাধের পাশ চেপে রাখেন।(সহীহ বুখারী ৫৫৬৫,মুসলিম ১৯৬৬)

৯.কুরবানীর পশু দ্বারা উপকৃত হওয়া: কুরবানীর পশুর কোন কিছু বিক্রি করা জায়েজ হবে না।কারণ তা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। তদনুরুপ তা থেকে কসাইকেও পারিশ্রমিক দেয়া জায়েজ নেই।যেহেতু সেটাও এক প্রকার বিনিময় যা ক্রয় বিক্রয়ের মত।(সহীহ বুখারী ১৬৩০,সহীহ মুসলিম ১৩১৭)

১০.মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানীঃ

আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দিয়ে ধন্য করেছেন সে শুধু তার ওয়াজিব কুরবানী করেই ক্ষ্যান্ত হবে না।বরঞ্চ মৃত আপন জনদের পক্ষ থেকে কুরবানী করাও ভালো। এছাড়া আযওয়াযে মুতাহহারা বা রুহানি মা দের পক্ষ থেকে কুরবানী করাও অশেষ সৌভাগ্য।

হযরত আয়েশা (রা) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা☺ যখন কুরবানী দেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি দুটি দুম্বা ক্রয় করলেন।একটি তিনি ঐ সকল উম্মতের জন্য কুরবানী করলেন যারা আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসুলের রিসালাতের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।আর একটি নিজের এবং পরিবার বর্গের জন্য কুরবানী করেছেন।(ইবনে মাজাহ)

অন্যত্রে এসেছে, একাধিক মৃতব্যক্তিকে একটি মাত্র কুরবানীর সওয়াবে শরীক করা জায়েজ, যদি তাদের মধ্যে কারো উপর কুরবানী ওয়াজিব না হয়ে থাকে।

(মুসনাদে আহমদ ৩৯১)

তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো,একটি কুরবানী নিজের তরফ থেকে না দিয়ে কেবলমাত্র মৃতের জন্য নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়।বরং নিজের নামের সাথে অন্যদের শামিল রাখা।রাসুল (সা) কুরবানী করার সময় বললেন,হে আল্লাহ!এ কুরবানী মুহাম্মদের তরফ থেকে, মুহাম্মদের বংশধর দের তরফ থেকে এবং তার উম্মতের তরফ থেকে কবুল করে নিন।(সহীহ মুসলিম ১৯৬৭)

১১.নাবালেগের কুরবানী:

নাবালেগ শিশু-কিশোর তদ্রূপ যে সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন নয়, নেসাবের মালিক হলেও তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। অবশ্য তার অভিভাবক নিজ সম্পদ দ্বারা তাদের পক্ষে কুরবানী করলে তা সহীহ হবে।(বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬)

১২. কোনো অংশীদারের নিয়ত সঠিক না হলে:

যদি কেউ আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে কুরবানী না করে শুধু গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করে তাহলে তার কুরবানী সহীহ হবে না। তাকে অংশীদার বানালে শরীকদের কারো কুরবানী হবে না। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শরীক নির্বাচন করতে হবে। (বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৮, কাযীখান ৩/৩৪৯)

শরীকদের কারো পুরো বা অধিকাংশ উপার্জন যদি হারাম হয় তাহলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না।

১৩. কুরবানীর গোশত বন্টন:

কুরবানীর গোশত কতটুকু খাওয়া যাবে, কতটুকু হাদিয়া দেওয়া হবে এবং কতটুকু সদকা করা হবে এ ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে প্রশস্ততা রয়েছে। অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে- এক তৃতীয়াংশ খাওয়া, এক তৃতীয়াংশ হাদিয়া দেওয়া এবং এক তৃতীয়াংশ সদকা করা। যে অংশটুকু খাওয়া জায়েয সে অংশটুকু সংরক্ষণ করে রাখাও জায়েয; এমন কি সেটা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত হলেও যতদিন পর্যন্ত রাখলে এটি খাওয়া ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছবে না। কিন্তু যদি দুর্ভিক্ষের বছর হয় তাহলে তিনদিনের বেশি সংরক্ষণ করা জায়েয নয়। দলিল হচ্ছে সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) এর হাদিস তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন: "তোমাদের যে মধ্যে ব্যক্তি কুরবানী করেছে তৃতীয় রাত্রির পরের ভোর বেলায় তার ঘরে যেন এর কোন অংশ অবশিষ্ট না থাকে।" পরের বছর সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা কি গত বছরের মত করব? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "তোমরা খাও, খাওয়াও এবং সংরক্ষণ কর। ঐ বছর মানুষ কষ্টে ছিল। তাই আমি চেয়েছি তোমরা তাদেরকে সহযোগিতা কর"।[সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিম)

১৪.কুরবানীর পশুতে আকীকার অংশ:

কুরবানীর গরু, মহিষ ও উটে আকীকার নিয়তে শরীক হতে পারবে। এতে কুরবানী ও আকীকা দুটোই সহীহ হবে।(তাহতাবী আলাদ্দুর ৪/১৬৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬২)

১৫. কুরবানীর পশুর চামড়ার বিধান:

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তাঁকে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের কুরবানীর জানোয়ারের পাশে দাঁড়াতে আর এগুলোর সমুদয় গোশ্ত, চামড়া এবং পিঠের আবরণসমূহ বিতরণ করতে নির্দেশ দেন এবং তা হতে যেন কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছুই না দেয়া হয়।(সহিহ বুখারী:১৭১৭)

সুতরাং যতদিন দুনিয়া টিকে থাকবে ততদিন উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে কুরবানীর এ বিরাট স্মৃতি হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর ফিদিয়া রুপে অক্ষুন্ন থাকবে।যে ফিদিয়ার বিনিময়ে আল্লাহ তার জীবন রক্ষা করেন এ উদ্দেশ্যে যে,কিয়ামত পর্যন্ত যেন তার উৎসর্গীকৃত বান্দাগণ এ দিনে কুরবানী করেন।আর পৃথীবির বুকে এ বিধানকে সমুন্নত রাখতে উম্মতে মুহাম্মাদের ভুমিকা অপরিহার্য।

কুরবানীর মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে আল্লাহ আমাদের আমরণ দৃঢ় রাখুন, হক আদায় করে কুরবানী করার তাওফিক দান করুন।আমিন।